❑ ২.১. জড়-পদার্থের অস্তিত্বে সংশয় (Doubt about the existence of matter) :

সাধারণ মানুষের কাছে জড়-পদার্থের (matter) অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতীয়মান হলেও দার্শনিকের কাছে তা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। দার্শনিক কোন কিছুকেই নির্বিচারে গ্রহণ অথবা বর্জন করেন না। দার্শনিকরূপে রাসেলও তাই নির্দ্বিধায় জড়পদার্থের অস্তিত্বকে স্বীকার না করে জড়পদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ ক'রে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য অপরোক্ষ অনুভবের বিষয়, বর্ণ, শব্দ, কাঠিন্য ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-উপাত্ত সম্পর্কে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আদিম (primitive) বা মৌল উপাদান সম্পর্কে রাসেল তেমন কোন সংশয় প্রকাশ করেননি। **কিন্তু ইন্দ্রিয়-উপাত্ত ও জড়বস্তু অভিন্ন নয়।** ইন্দ্রিয়-উপাত্ত স্থান-কাল পাত্রভেদে পরিবর্তিত হলেও, সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে, জড়বস্তু অভিন্নই থাকে। তাহলে, ইন্দ্রিয়-উপাত্তের জ্ঞান হলে এমন বলা চলে না যে, জড়বস্তুর, যথা—আমার সামনের টেবিলটার, জ্ঞান হয়েছে। কাজেই, **প্রশ্ন হল, জড় পদার্থ বলে বাস্তবিক কিছু আছে কী?**

রাসেল আলোচনার সূত্রপাত এভাবে করেছেন—

স্বস্বরূপে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষভাবে বাস্তবিক 'টেবিল' বলে কোন বস্তু আছে কী, আমি না দেখলেও যার অস্তিত্ব থাকে, যা আমার নিছক কল্পনার সৃষ্টি নয়, অর্থাৎ যা দীর্ঘকালীন স্বপ্নাবস্থার টেবিল নয়? রাসেল এই প্রশ্নটিকে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলেছেন। কেননা **প্রশ্নোত্তরের ওপর নির্ভর করে—'আমি কি নিতান্ত নিঃসঙ্গ অথবা আমার সঙ্গী আছে'।** তাৎপর্য হল, যদি জড়-বস্তুর মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া না যায়, তাহলে অপরাপর ব্যক্তির (জড়) দেহ সম্পর্কেও, এবং তাদের মন সম্পর্কেও (কেননা, দেহই হল মনের প্রকাশের মাধ্যম) আমি নিশ্চিত হতে পারি না। তাহলে, জড়বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হওয়ার অর্থ হল, জন-মানব-লোকালয়শূন্য মরুভূমিতে, এক নিঃসঙ্গ স্বপ্নের জগতে বাস করা, যেখানে আমি ছাড়া আর কিছুই নেই। এ এক অস্বাভাবিক ও নিরানন্দ সম্ভাব্য পরিস্থিতি। তবে, রাসেল বলেন, **'এই' সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন না করা গেলেও তাকে সত্যরূপে গ্রহণ করার পশ্চাতেও কোন যুক্তি নেই।'**[১] **রাসেল এজন্য জড়বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে রাসেল আধুনিক দর্শনের জনকরূপে খ্যাত দেকার্তের** (Descartes) সংশয় পদ্ধতির উল্লেখ পূর্বক সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন।